রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, আগস্ট ২৩, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ ভাদ্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২৩ আগস্ট ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৭.২৪০—গত ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট তারিখে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে দেশব্যাপী সন্ত্রাস ও বোমা হামলার বিরুদ্ধে আয়োজিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেতা, আওয়ামী লীগ সভাপতি ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা চালানো হয়। বর্বরতম ও নৃশংস এ হামলায় আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার শ্রবণেন্দ্রিয় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নারকীয় এ হামলায় আওয়ামী লীগের ২২ জন নেতা-কর্মী নিহত হন এবং পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী, সাংবাদিক ও নিরাপত্তা-কর্মী আহত হন।

২। একুশে আগস্ট ভয়াবহ গ্রেনেড হামলায় নিহতদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে, যারা আহত হয়েছিলেন তাদের সকলের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে এবং এই ঘৃণ্য ও বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নিন্দা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০৬ ভাদ্র ১৪২৪/২১ আগস্ট ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

এন. এম. জিয়াউল আলম
সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা: ০৬ ভাদ্র ১৪২৪ / ২১ আগস্ট ২০১৭

গত ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট তারিখে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে দেশব্যাপী সন্ত্রাস ও বোমা হামলার বিরুদ্ধে আয়োজিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেতা, আওয়ামী লীগ সভাপতি ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা চালানো হয়। বর্বরতম ও নৃশংস এই হত্যাযজ্ঞে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাণে বেঁচে গেলেও তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিহত হন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ও বাংলাদেশ মহিলা সমিতির তৎকালীন সভানেত্রী বেগম আইভি রহমানসহ ২২ জন দলীয় নেতা-কর্মী। এই নারকীয় ও পৈশাচিক হামলায় আহত হন পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী, সাংবাদিক ও নিরাপত্তা-কর্মী। এদের মধ্যে অনেকে আজও পঙ্গুত্বের অভিশাপ বহন করছেন, আরও অনেকে দেহে স্প্লিন্টার নিয়ে যাপন করছেন দুর্বিষহ জীবন। বীভৎস এই ঘটনায় ঢাকার প্রথম নির্বাচিত মেয়র ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা মোহাম্মদ হানিফ মাথায় বিঁধে থাকা স্প্লিন্টারের যন্ত্রণা ভোগ করে দীর্ঘদিন যাবৎ চিকিৎসাধীন থাকার পর মৃত্যুবরণ করেন।

এই হামলার উদ্দেশ্য কেবল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করাই ছিল না; তার সঙ্গে যুক্ত ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস এবং বাংলাদেশকে নেতৃত্বশূন্য করে হত্যা, ষড়যন্ত্র, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও দুঃশাসনকে চিরস্থায়ী করা; স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, শান্তি ও উন্নয়নের ধারাকে স্তব্ধ করে দেওয়া।

একুশে আগস্ট ভয়াবহ গ্রেনেড হামলায় মন্ত্রিসভা গভীর শোক প্রকাশ করে নিহতদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছে, যারা আহত হয়েছিলেন তাদের সকলের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে এবং এই ঘৃণ্য ও বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নিন্দা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd